জাপানের নতুন শ্রম অভিবাসন নীতিঃ বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ

মোঃ সাইফুল্লাহ আকন[১], শিবলী নোমান[২] এবং আফনান নূর ভূঁইয়া[৩]

Abstract

The research paper analyzes Bangladesh's potential new labour market and its challenges in the wake of the new immigration policy promulgated to address population decrease and skilled workforce crisis in Japan. Historically, Japan has been kind of restricted in accepting foreign workers. But in recent times, acute population crisis and the lack of skilled workers in Japanese companies led Japan to abandon its conservative thought and bring about a change in immigration policy. On the other hand, Japan's immigration policy amendment has opened the door to a new labour market in front of Bangladesh. In the post-independent period, the principal destination of the Bangladeshi labour migrants has been the Middle East, Europe, and some countries in Southeast Asia. The newly unveiled labour market (Japan) is considered to be the next destination for Bangladeshi skilled workers. However, the research paper gives a comprehensive idea of Japan's current immigration policy as well as a detailed picture of how potential the market is for Bangladeshi workers and what issues to monitor in this regard.

সূচনা

জাপান, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তির দেশ, বিগত কয়েক দশক ধরে মারাত্মক অভ্যন্তরীণ জনসংখ্যাতাত্ত্বিক সংকটের সম্মুখীন। একদিকে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে জন্মহার হ্রাসের ফলে জাপানে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা সংকুচিত হচ্ছে। জাপানি কোম্পানিগুলোতে এই উদ্ভূত শ্রম ঘাটতি সে দেশের অর্থনীতিতে একটি বড় ধরণের নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে (Green, 2007 & Peng, 2016)। দেশটিতে ক্রমাগত অর্থনৈতিক পিছুটান, স্বাস্থ্য সেবা, নির্মাণ, কৃষি সহ অন্যান্য খাতে কর্মী সংকটের দরুন জাপান সরকার অবশেষে বাধ্য

১ প্রভাষক, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: msakon72@gmail.com
২ প্রভাষক, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: shiblee99@gmail.com
৩ গবেষক, সেন্টার ফর জেনোসাইড স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ই-মেইল: sarah110.rk@gmail.com

হয়েছে অভিবাসন ক্ষেত্রে তাদের দীর্ঘদিনের রক্ষণশীল নীতি থেকে বের হয়ে আসতে।

জাপানি সমাজ ব্যবস্থায় অভিবাসন প্রথাকে সর্বদাই নেতিবাচক রূপে দেখা হয়েছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে অভিবাসন নীতি বাস্তবায়নে অনিচ্ছা পোষণ করেছে, যার প্রধান কারণ তার অনন্য ইতিহাস। জাপানের এই 'হোমোজেনাস সোসাইটি' (Woldhuis, no date) এর পাশাপাশি জাপানে একটি লম্বা সময় ধরে 'জেনোফোবিয়া' বা বিদেশীদের প্রতি আতঙ্কের মনোভাব বিরাজমান ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দী থেকে জাপানে ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। অবশেষে দেশটির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে এবং শ্রম ঘাটতি মেটাতে জাপান সরকার ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল অ্যান্ড রিফিউজি রিকগনিশন অ্যাক্টটি ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে ডায়েটের (জাপানের পার্লামেন্ট) নিম্নকক্ষে সংশোধন করে একটি নতুন আইন পাস করে। সংশোধিত অভিবাসন আইন জাপানে আরো বিদেশি শ্রমিক প্রবেশের অনুমোদন দেয়, যা ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হয় (Walia, 2019)।

জাপানের অভিবাসন আইন সংশোধন করার ফলে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো, যারা মূলত দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির সাথে জড়িত, জাপানের নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের জন্য স্ব স্ব প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে। যদিও এক্ষেত্রে জাপানের প্রথম পছন্দ চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন ইত্যাদি। তবে জাপানের এই নতুন শ্রম বাজার বাংলাদেশি কর্মীদের জন্যও একটি বড় সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে।

বাংলাদেশ একটি শীর্ষস্থানীয় শ্রম সরবরাহকারী দেশ এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স এর একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য প্রাথমিক গন্তব্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য। তবে সাম্প্রতিক কিছু অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে বাংলাদেশি শ্রমিক, বিশেষত নারী শ্রমিকরা দেশে ফিরে আসছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশি শ্রমিকদের দ্বিতীয় গন্তব্যস্থল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশ যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুরও পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের গ্রহণ করছে না এবং বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে দিচ্ছে। যা দেশের রেমিটেন্স খাতকে নিঃসন্দেহে একটি বড় বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। দেশের উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বিদেশে কর্মী পাঠানোর কোন বিকল্প নেই। সমসাময়িক ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বজুড়ে নতুন সম্ভাবনা সন্ধানের জন্যও কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

অন্যদিকে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা উত্তর সময় থেকে জাপান বাংলাদেশের অন্যতম বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে (Akon, Rahman and Bhuiyan, 2019)। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপান সরকারের অবদান অনস্বীকার্য। ফলে জাপানের নতুন উদ্বোধনী শ্রমবাজারটি বাংলাদেশি দক্ষ শ্রমজীবীদের একটি সম্ভাব্য গন্তব্যে পরিণত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে। যাইহোক, এই গবেষণা প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশি কর্মীদের জাপানে প্রবেশের

সম্ভাবনা এবং এর প্রতিবন্ধকতাগুলো খুঁজে বের করা। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন একাডেমিক এবং নন-একাডেমিক মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটিতে মূলত গবেষণার গুণগত এবং দ্বৈতীয়িক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক বিভিন্ন উৎসের মাধ্যমে জাপানের নতুন অভিবাসন নীতি, এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং নতুন অভিবাসন নীতির ফলে জাপানে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে গুণগত তথ্য ব্যাখ্যা করার জন্য সংখ্যাগত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত কিছু তথ্যও উপস্থাপন করা হয়েছে। বিশেষ করে সমসাময়িক জাপানে জনসংখ্যা ও শ্রম ঘাটতির বর্তমান চিত্র, বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা প্রাসঙ্গিক দ্বৈতীয়িক সাহিত্যের সাথে তুলনামুলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

ক) তথ্যের উৎস

দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে এ সংক্রান্ত বই-পুস্তক, বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত অভিবাসন সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ডাটাবেস- যেমন Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization (JITCO), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পপুলেশন এন্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি রিসার্চ (আইপিএসএস), বিশ্বব্যাংক, জাপানের ‘স্বাস্থ্য, শ্রম এবং কল্যাণ মন্ত্রণালয়’, বাংলাদেশের ‘জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)’ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রবন্ধ, ওয়েবসাইট, ম্যাগাজিন এবং পত্রপত্রিকা থেকেও সংখ্যাগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

অভিবাসনের তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

অভিবাসন মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ অভিবাসন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত এবং অভ্যস্ত। বিভিন্ন কারণে মানুষ এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়। খাদ্যাভাব দেখা দিলে আদিকালে অভিবাসিত হতো মানুষ; পরবর্তীতে কাজের সুবিধা, উন্নততর জীবন ব্যবস্থা, অধিক বেতন ইত্যাদি কারণ অভিবাসনে উতসাহিত করে মানুষকে। তবে কখনো গৃহযুদ্ধ, রাষ্ট্র কর্তৃক ভীতি বা চাপ তৈরি, জীবনের ঝুঁকি, বেকারত্ব, নিম্নমানের বেতন কাঠামো ইত্যাদি কারণেও অভিবাসন ঘটে। যেসব দেশে অভিবাসননীতি তুলনামূলক সহজতর সেসব দেশ অধিক

সংখ্যক অভিবাসীদের গন্তব্যে পরিণত হয়। তাত্ত্বিকগণ তিন দিক থেকে অভিবাসনকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমতঃ 'ম্যাক্রো' তত্ত্বসমূহ যা মূলত অভিবাসনের কাঠামোগত ও উদ্দেশ্যমূলক অবস্থার উপর জোর দেয় (Wickramasinghe and Wimaaratana, 2016)। এই তাত্ত্বিকগণ প্রধানত অভিবাসনের 'পুশ' (ধাক্কা) এবং 'পুল' (টানা) কারণগুলোর উপর নির্ভর করে অভিবাসনকে ব্যাখ্যা করেন। বাংলাদেশ থেকে জাপানে অভিবাসনের ক্ষেত্রে এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় ভিত্তি। জাপানের জীবনযাত্রার মান, কাজের সুযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষা, নিরাপত্তা বাংলাদেশ থেকে উন্নততর হওয়ায় বাংলাদেশি নাগরিকদের অভিবাসনের জন্য পছন্দের তালিকায় জাপান অন্যতম। এছাড়াও, বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক/কর্মী বিশেষতঃ প্রকৌশলী, ডাক্তার এবং বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী যারা সম্মানজনক চাকুরী এবং পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট কিন্তু দেশে যথেষ্ট সুযোগ না পেয়ে অভিবাসনে উৎসাহী তাদের প্রথম পছন্দ জাপান। উল্লেখ্য, জাপানের সামাজিক মূলধন যা তৈরি হয় দীর্ঘ সময়ের সামাজিক আচার-ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের সংরক্ষণের কারণে তা 'পুল ফ্যাক্টর' হিসেবে কাজ করে। জাপানের সামাজিক নিরাপত্তা বলয় আরেকটি বড় প্রণোদনা।

দ্বিতীয়তঃ 'মেসো' তত্ত্বসমূহ যা উপর্যক্ত প্রথমটিকে বাতিল করে অভিবাসনকে একটি জটিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক, পারিবারিক যোগসূত্র, সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ইত্যাদিকে অভিবাসন প্রক্রিয়ার নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করে (Wickramasinghe and Wimaaratana, 2016)। এ তত্ত্বের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরে অভিবাসন কীভাবে, কখন, কী কারণে ঘটে তা ব্যাখ্যা করা যায়। জাপান-বাংলাদেশ আন্ত-রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ঐতিহাসকভাবেই বন্ধুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কৃষি উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে জাপান বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় অবদান রাখার চেষ্টা করেনি বা করছে না। জাপানে বাংলাদেশিদের অভিবাসন দক্ষিণপূর্ব এশীয় দেশগুলোর চেয়ে কম হলেও তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আছে। যারা অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে জাপানে বসবাসরত আছেন তাঁদের মধ্য থেকে কেউ কেউ দেশে অবস্থানরত আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে যাওয়ার ও সেখানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থার চেষ্টাও করেন। এছাড়া বাঙালি ও জাপানিদের মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর মিল থাকার কারণে সাংস্কৃতিক দিক দিয়েও এক চমৎকার সাদৃশ্য বিদ্যমান। এটি অভিবাসনকে ত্বরান্বিত করে। অতএব, মেসো তত্ত্বসমূহও এই প্রবন্ধের প্রধান যুক্তিকে সমর্থন করে।

শেষতঃ 'মাইক্রো' তত্ত্বসমূহ যা মূলত ব্যক্তি পর্যায়ে অভিবাসনের কারণ নির্ধারণী হিসেবে যেসব নিয়ামক কাজ করে সেগুলোকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে এবং অভিবাসনের গতি-প্রকৃতি নির্দেশ করে (Boswell, 2002; Wickramasinghe and Wimaaratana, 2016)। জাপানের

জনসংখ্যা ঘাটতির কারণে আবে প্রশাসন যে নতুন অভিবাসন নীতি গ্রহণ করেছে তা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশি জাপানে অভিবাসনেচ্ছুদের জন্য সুখবর এবং সুযোগ। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে জাপান-বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে জাপানে বাংলাদেশিদের অভিবাসন আরও সহজতর হবে তা যেমন তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সম্ভবপর তেমনি প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নযোগ্য। বাংলাদেশ থেকে জাপানে অভিবাসন বিশ্বায়নের এই যুগে তাই কাঙ্ক্ষিত।

প্রথম দুইটি তত্ত্বের সাহায্যে বাংলাদেশ থেকে জাপানে অভিবাসনের সম্ভাবনা এবং প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধে। অভিবাসন যেহেতু একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, সেহেতু সুবিধাদির তারতম্য ও পরিবর্তনের চাহিদাই অভিবাসন ঘটাতে পারে। এশীয় দেশগুলোর মধ্যে জাপানে কাজের সুবিধা, নিরাপত্তা, উন্নত জীবনমান, চিকিৎসার সুবিধা, সামাজিক নিরাপত্তা তুলনামূলক শ্রেয় হওয়ায় দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে অভিবাসনের ঝোঁক সবসময়ই ছিল। তবে অতি সাম্প্রতিককালে জাপান সরকার নতুন অভিবাসন নীতি গ্রহণ করার ফলে বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিকদের মধ্যে উপর্যুক্ত কারণগুলো নতুনভাবে আশার সঞ্চার করে। মূলত এই তত্ত্বের উপরই এর প্রবন্ধের প্রধান যুক্তি নির্ভরশীল।

জাপানে অভিবাসন নীতি ভাবনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

জাপান ঐতিহাসিকভাবেই জাতিগত সমতা এবং তার নিজস্ব সংস্কৃতি কে প্রাধান্য দিয়ে এসেছে এবং সব সময়ই অভিবাসীদের নিরুৎসাহিত করেছে। অভিবাসীদের প্রতি এই রক্ষণশীল মনোভাব এবং অভিবাসীদের প্রবেশে কড়াকড়ি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় জাপানে একটি ইউনিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার গোড়াপত্তন ঘটেছিল জাপানের তকুগাওয়া যুগে। ১৬০৩ সাল থেকে শুরু হয়ে ১৮৬৮ সালে মেইজি পুনরুদ্ধারের (McNabb, 2016) পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ২৫০ বছর জাপান কার্যত সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, যা জাপানের মানুষদের মধ্যে একধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদী (Islander psyche) মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল। যদিও এই সময় জাপানের সাথে ডাচ এবং চীনাদের বাণিজ্য ছিল, তবে তা রক্ষণশীল মনোভাব দূরীকরণের খুব একটা ভূমিকা রাখতে পারেনি।

মেইজি শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা সময়কালীন জাপানের সাথে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় এবং একটি অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তিশালী দেশ হিসেবে জাপানের আত্মপ্রকাশ ঘটে (MĔdrzycki, 2017)। এই সময় জাপানের শ্রমশক্তির প্রধান অংশ আসতো মূলত কোরিয়ান এবং চীনা নাগরিকদের মাধ্যমে। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে জাপানের বিভিন্ন শহরে চীনা প্রবাসীরা ছোট ছোট শ্রমজীবী সম্প্রদায় গড়ে তুলতে থাকে (Kashiwazaki and Akaha, 2006)। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালীন সময়ে জাপান আবার অন্তরালে চলে যায় এবং

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি নিজস্ব মডেল অনুসরণ করে পুনরায় অর্থনৈতিক পরাক্রমশালী দেশে পরিণত হয়। তবে অবাক বিষয় হচ্ছে, স্নায়ু যুদ্ধকালীন এই সময়ে জাপানের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদেশি কর্মীদের সেভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কেননা তখন জাপানে কর্মক্ষম তরুণ জনসংখ্যার আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। ১৯৬০ এবং ১৯৭০ এর দশকে জাপানের কেবিনেট বিদেশী শ্রমিক বিরোধী নীতিমালা গ্রহণ করে। কিন্তু ১৯৮০ দশকে জাপানব্যাপী বিদেশি শ্রমিক নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক শুরু হয়। কেননা এই সময় জাপানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়,যা 'বাবল ইকোনমি' (অর্থনৈতিক বুদবুদ) হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে জাপানের তৎকালীন 'শ্রম মন্ত্রণালয়' নিয়োগকর্তাদের বিদেশি শ্রমিক নিয়োগের সুপারিশ করলেও 'বিচার মন্ত্রণালয়' এর বিরোধিতায় তা আর কার্যকর হয়নি (Hamaguchi, 2019)।

তবে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে বেশি সময় লাগেনি। দেখা যায় তীব্র শ্রম সংকটের মুখে ১৯৯০ এর দশকে জাপান সরকার তাদের অভিবাসন নীতিতে (ইমিগ্রেশন কন্ট্রোল এ্যাক্ট বা আইসিএ) সংস্কার এনেছিল ('অভিবাসী চায় জাপান, কিন্তু অভিবাসীরাও কি জাপান চায়?', ২০১৮) এবং ল্যাটিন আমেরিকায় জাপানি বংশোদ্ভূত বা তাদের উত্তরসূরিদের (যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ল্যাটিন আমেরিকায় চলে গিয়েছিল) জাপানে প্রবেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং নবায়নযোগ্য ভিসার ব্যবস্থা করেছিল।

পরবর্তীতে ১৯৯৩ সালে 'বিচার মন্ত্রণালয়' এবং 'শ্রম মন্ত্রণালয়' এর মধ্যকার এক সমঝোতার প্রেক্ষিতে জাপানে 'কারিগরি ইন্টার্ন প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম' (Technical Intern Training Program) চালু করা হয়। এই প্রোগ্রাম মূলত ২ বছর মেয়াদী ছিল, যার প্রথম এক তৃতীয়াংশ 'প্রশিক্ষণার্থী' হিসেবে পরিচিত ছিল এবং পরের দুই তৃতীয়াংশ 'টেকনিক্যাল ইন্টার্ন' বা 'কর্মী' হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে এই প্রোগ্রাম ৩ বছর মেয়াদী করা হয়, যার প্রথম ১ বছর 'ট্রেইনি' এবং পরের দুই বছর কর্মী হিসেবে বিবেচিত হতো (Hamaguchi, 2019)। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিগুলোতে উৎপাদন প্রক্রিয়া যাতে ব্যাহত না হয় তার জন্য জাপান ২০১৭ সালে একটি আইন সংস্কার করেন। নতুন এই আইনে বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে তাদের বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে বৃদ্ধি করার অনুমতি দেয়া হয় (Devnath, 2020)।

তবে সম্প্রতি এই শ্রম সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। জাপানের মন্ত্রীপরিষদ দপ্তরের তথ্য মতে, শ্রম-নিবিড় খাত যেমন নির্মাণ, কৃষি, হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট এ প্রায় ১.২ মিলিয়ন শ্রমিকের অভাব বিদ্যমান (Pollmann, 2020)। যে কারণে জাপানের অর্থনীতিতে ভারসাম্য অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে জাপান সরকার অবশেষে তার অভিবাসন নীতিতে বড় ধরণের পরিবর্তন আনে এবং তার শ্রমবাজার বহির্বিশ্বের দক্ষ জনশক্তির কাছে উন্মুক্ত করে দেয়, যা

দেশটির দীর্ঘদিনের শ্রম ঘাটতি মোকাবেলার জন্য একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। তবে শর্ত থাকে যে, এক্ষেত্রে কর্মীদের অবশ্যই দক্ষ এবং জাপানি ভাষায় পারদর্শী হতে হবে।

যাই হোক, জাপানের এই নতুন অভিবাসন আইনের লক্ষ্য হচ্ছে যেসব জাপানি শিল্প বা সেবা যেমন কেয়ার গিভার, স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণ, হস্পিটালিটি, কৃষি – গুরুতর শ্রম ঘাটতির সম্মুখীন হচ্ছে তাদের বিদেশি কর্মী সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা (Camas, 2019)। এর মাধ্যমে এই সকল প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনীতিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

সমসাময়িক জাপানে জনসংখ্যা ঘাটতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে জাপানে শিশু জন্মহার অধিক হারে পরিলক্ষিত হয়, কেননা জন্মহার বৃদ্ধির জন্য তৎকালীন জাপানিজ মিলিটারির একধরণের নির্দেশনা ছিল (Harding, 2019)। যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্তও শিশু জন্মহারের এই ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত ছিল, যা তৎকালীন জাপানে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটায় (Johnston, 2015)। কিন্তু ৯০'র দশক থেকে জাপানে আকস্মিকভাবে জনসংখ্যা পরিবর্তন হতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে জাপানে ডেমোগ্রাফিক ক্রাইসিস বা জনবল ঘাটতি প্রবল আকার ধারণ করা শুরু করে, যা বর্তমানে আরো বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তদুপরি, জাপানের মোট জনসংখ্যাও দিন দিন কমে আসছে। ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পপুলেশন এন্ড সোশ্যাল সিকিউরিটি রিসার্চ (আইপিএসএস) এর তথ্যানুসারে জাপানের জনসংখ্যা প্রায় ১২৮ মিলিয়ন। ধারণা করা হচ্ছে ২০২৮ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১০০ মিলিয়নের নিচে এবং ২০৬০ সালের মধ্যে ৯০ মিলিয়নের নিচে নেমে আসবে (Akashi, 2014)।

যদিও বিশ্বব্যাংক এর জনসংখ্যা প্রক্ষেপন অনুযায়ী ২০৫০ থেকে ২০৬০ সালের মধ্যে এশিয়া মহাদেশে জনসংখ্যা সর্বোচ্চ আকার ধারণ করবে (MĚdrzycki, 2017), কিন্তু একই সময় জাপানে জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাবে। জাপানে জনসংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছিল ২০১০ সালে যখন এর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১২৮,০৫৭,০০০ জন (MĚdrzycki, 2017)। এর পর থেকেই মূলত জাপানের জনসংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। জনসংখ্যা হ্রাসের এই গতি অব্যাহত থাকলে এশিয়া অঞ্চলে জাপানের নেতৃত্ব প্রদান দুরূহ হয়ে উঠবে।

এখানে দুটি বিষয় জাপানের জন্য খুবই উদ্বেগজনক– ১) বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ২) জন্মহার হ্রাস।

ক) বয়স্ক মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা

বিগত কয়েক দশক ধরে জাপানে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে জাপান একটি 'সুপার-এইজড' (Airth, 2020) বা অধিক বয়স্ক জনসমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে চলেছে। জাপানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশের বেশি ৬৫ বছরের বেশি বয়স্ক মানুষ (Pollmann and Yashiro, 2020), যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। বিগত ৫০ বছরে জাপানের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৭% ছিল ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব জনসংখ্যা (Akashi, 2014)। তবে জাপানি জনসংখ্যায় বয়স্ক মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকলে, আইপিএসএস এর তথ্যানুসারে আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে জাপানের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ এবং ২০৪০ সাল নাগাদ প্রায় ৩৫.৩ শতাংশ হবে বয়স্ক ব্যক্তিদের সংখ্যা (Japan's Elderly Population Totals Record 35.88 M. , 2019)।

খ) জন্মহার হ্রাস

জাপানে ৮০'র দশকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি একদিকে যেমন জাপানিদের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে, একই সাথে কর্মময় ব্যস্ত জীবনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের জনসংখ্যার উপর। ৯০'র দশক পরবর্তী সময় থেকে জাপানে জন্মহার হ্রাসের প্রবণতা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে রেকর্ড কম জন্মহার পরিলক্ষিত হয় জাপানে। জাপানের 'স্বাস্থ্য, শ্রম এবং কল্যাণ মন্ত্রণালয়' এর তথ্যানুসারে ২০১৯ সালে জন্ম নেয়া শিশুর সংখ্যা ৮৬৪,০০০, যা ১৮৯৯ এর পরে সর্বনিম্ন (Jozuka, Yeung and Kwon, 2019)।

জনসংখ্যার এই ক্রমহ্রাসমান ধারা জাপানের জনশক্তিকে সংকুচিত করছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা ক্রমশ ভঙ্গুর হয়ে পড়ছে এবং বয়স্ক মানুষদের জন্য সরকারকে পেনশনের বাড়তি অর্থের যোগান দিতে হচ্ছে। কর্মক্ষম জনসংখ্যার এই তীব্র সংকট জাপান সরকারের রক্ষণশীল মতধারা এবং শ্রমের ক্রমবর্ধমান চাহিদার মধ্যে একধরণের ভারসাম্যহীনতার জন্ম দিয়েছে। সরকারের পাশাপাশি জাপানের জনগণও বিদেশিদের নিয়ে তাদের পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে একটি নতুন মনোভাব পোষণ শুরু করেছে, যার প্রমাণ পাওয়া যায় পিউ রিসার্চের এক গবেষণায়। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক গবেষণা সংস্থা পিউ রিসার্চ সেন্টারের ২০১৮ সালে পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা যায় যে প্রায় ৫৯ শতাংশ জাপানিদের মতে অভিবাসীদের অংশগ্রহণ জাপানের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করবে ('অভিবাসী চায় জাপান, কিন্তু অভিবাসীরাও কি জাপান চায়?', ২০১৮)।

জাপানের নতুন অভিবাসন নীতির বিশ্লেষণ

জাপানের সাম্প্রতিক জনমিতিক পরিস্থিতির দরুণ জাপান তার পূর্বের প্রচলিত আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে বের হয়ে আসছে। জাপানের শিল্প কারখানা বেগবান রাখা এবং দেশের শ্রম ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে সদ্য বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে নতুন অভিবাসন নীতির প্রস্তাব করেন। সংশোধিত অভিবাসন নীতির আওতায় জাপান বহির্বিশ্ব থেকে 'ব্লু-কলার' সেক্টরে কর্মী গ্রহণ করবে। সংশোধিত আইনটি অভিবাসনের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মতধারার জাপানে একটি কঠোর নীতিগত পরিবর্তন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা ২০১৯ সালে কার্যকর হবার পর থেকে পরবর্তী ৫ বছরে আনুমানিক ৩৪০,০০০ বিদেশী শ্রমিকের জাপান আগমনের পথ প্রশস্ত করেছে (Osaki, 2018)। শ্রমিকরা উচ্চ-দক্ষতা এবং কম দক্ষতা সম্পন্ন উভয় ক্ষেত্রেই নিয়োগের সুযোগ পাবে, যদিও উভয়ের ক্ষেত্রেই জাপানি ভাষায় দক্ষতা বাধ্যতামূলক।

নতুন অভিবাসন আইনটি ডিজাইন করা হয়েছে মূলত জাপানের বিদ্যমান 'টেকনিক্যাল ট্রেইনি প্রোগ্রাম' এর সমস্যা সমাধানকল্পে। পূর্বে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে কম খরচে এবং কম দক্ষতাসম্পন্ন কাজের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ দেয়া হতো এবং ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৪৮০,০০০ প্রশিক্ষণার্থী গ্রহণ করা হয়েছে (Obe, 2019)। সংশোধিত অভিবাসন আইন অনুযায়ী মূলত দুই ধরণের ভিসার ব্যবস্থা করা হয়েছেঃ ভিসা টাইপ ১ এবং ভিসা টাইপ ২।

ক) ভিসা টাইপ ১

টাইপ ১ – ভিসায় আবেদনকারী কর্মীদের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রযুক্তিগত এবং জাপানি ভাষায় দক্ষতা সম্পন্ন ব্যাক্তিদের জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু এর পূর্বে অর্থাৎ টেকনিক্যাল ট্রেইনি প্রোগ্রামে ১৮ বছর বা তার বেশি বয়সী যে কেউ আবেদন করতে পারতো অথবা নিয়োগ পেতে পারতো। অন্যদিকে, এই ভিসায় আবেদনকারী কর্মীরা নিয়োগকর্তা পরিবর্তন করতে পারবে (যা প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না) এবং বার্ষিক চুক্তি নবায়নের মাধ্যমে পাঁচ বছর পর্যন্ত জাপানে অবস্থান করতে পারবে। টাইপ ১ শ্রেণির ক্ষেত্রে ভিসা শুধুমাত্র কর্মীদের প্রদান করা হবে এবং এক্ষেত্রে তাদের স্বামী-স্ত্রী এবং সন্তানরা এই ভিসার আওতাধীন থাকবে না। এই শ্রেণির কর্মীদের মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) প্রতিষ্ঠানের শ্রম ঘাটতি পূরণের জন্য নিয়োগ দেয়া হবে এবং এই টাইপের ভিসার কর্মীদের জন্য ১৪ টি সেক্টর নির্ধারণ করা হয়েছে।

টেবিল ১ঃ ভিসা টাইপ ১ এর অনুমোদিত পেশাগত খাত

সেক্টর	সেক্টর
নার্সিং কেয়ার	কন্সট্রাকশন
বিল্ডিং ক্লিনিং ম্যানেজমেন্ট	ইলেকট্রিক এবং ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি
মেশিন পার্টস ইন্ডাস্ট্রিজ	অটোমোবাইল
জাহাজ শিল্প	কৃষি
ম্যাটেরিয়াল প্রোসেসিং ইন্ডাস্ট্রি	বাসস্থান
এভিয়েশন	মৎস্য
খাদ্য ও পানীয় উৎপাদন শিল্প	খাদ্য সেবা শিল্প

উৎসঃ https://www.jitco.or.jp/en/skill/index.html

খ) ভিসা টাইপ ২

উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদের জন্য টাইপ ২ ভিসা কার্যকর করা হয়েছে। এই ভিসা অনির্দিষ্টকালের জন্য নবায়ন করা যাবে এবং কর্মীরা তাদের স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানদের জাপানে নিয়ে আসতে পারবেন। পরবর্তীতে এই ভিসার আওতাধীন কর্মীরা জাপানে স্থায়ী বসবাসের জন্য আবেদন করে পারবেন। বর্তমানে টাইপ ২ ভিসার অধীনে শুধুমাত্র কন্সট্রাকশন এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কর্মী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে (Obe, 2019)। এই ভিসার অধীনে কর্মীদের জাপানি ভাষা দক্ষতার উপর পরীক্ষা দিতে হবে না, তবে তার স্ব স্ব কাজের দক্ষতার উপর একটি পরীক্ষা দিতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে আধুনিক করতে জাপান সরকার একটি নতুন অনলাইন অভিবাসন ব্যবস্থা চালু করেছে। এই নতুন ভিসা এবং অনলাইন ব্যবস্থা ২০২০ সালে বাস্তবায়ন হবার কথা এবং এই ভিসায় চীনা কর্মীরা প্রথম অগ্রাধিকার পাবে (Camas, 2019)। পাশাপাশি ভিসা টাইপ ১ এর কর্মীরা তার স্ব স্ব ফিল্ডে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন হলে ২০২১ সাল থেকে ভিসা টাইপ ২ এ আবেদন করতে পারবেন।

নিয়োগকর্তাদের ভূমিকা

সংশোধিত আইন অনুযায়ী বিদেশি কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের বিশেষ দায়িত্ব পালনের কথা বলা হয়েছে। বিদেশি কর্মীদের জাপানে প্রবেশের পর তাদের ব্যাংক একাউন্ট খুলে দেয়া, তাদের বসবাসের মত উপযুক্ত নিবাস খুঁজে দেয়ার কাজ নিয়োগকর্তাদের করতে

হবে। সংশোধিত এই নতুন অভিবাসন আইন এবং 'বিচার মন্ত্রণালয়ের' এক অধ্যাদেশ অনুসারে নিয়োগকর্তারা বিদেশি শ্রমিকদের জাপানি নাগরিকের সমতুল্য বা বেশি বেতন দিবেন এবং শ্রমিকদের বেতন তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠিয়ে দিবেন (JAPAN NEW WORK VISA POLICY 2019 , 2019)। যেহেতু বিদেশি কর্মীরা ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আসবে যাদের ভাষা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ভিন্ন ভিন্ন, তাই এই কর্মীদের জাপানের সমাজের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নিয়োগকর্তাদের মাধ্যমে বিদেশি কর্মীদের জন্য ভাষা শিক্ষা, নিয়ম কানুন এবং রীতিনীতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এর পাশাপাশি, এই কর্মসূচির গুণগত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে জাপান সরকার বিদেশি ভাষায় কর্মীদের কর্মসংস্থান, চিকিৎসা সেবা এবং শিশু লালন-পালনের উদ্দেশ্যে সারা দেশে ১০০ টি পরামর্শ কেন্দ্র খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (JAPAN NEW WORK VISA POLICY 2019 , 2019)। এক্ষেত্রে নিয়োগকর্তারা কর্মীদের চিকিৎসা সেবা ও বাসস্থান নিশ্চিত করবে।

জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বাংলাদেশ

স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার একটা বড় অংশ আসে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স এর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যকে বিবেচনা করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধশালী দেশগুলো যেমন সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, কুয়েত, ওমান, বাহরাইনে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি কর্মীরা অবস্থান করছে। মধ্যপ্রাচ্যের বাহিরে ইউরোপ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য শ্রমবাজার তৈরি হয়েছে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর তথ্যানুসারে, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫৮,১৩,৪৯৯ জন বাংলাদেশি কর্মী বিদেশে গমন করেছেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র ২০১৮ সালেই গিয়েছে ৬,১৪,৫৮৫ জন কর্মী, যদিও ২০১৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০,০৮,৫২৫ জন (এর মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন হিসেবে গিয়েছেন ৬৯০,০৪৬ জন) (জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ২০১৯)। টেবিল ২ এ ২০১৭ সালে বাংলাদেশি 'নতুন' কর্মীদের শীর্ষ দশটি দেশে গমণের সংখ্যা তুলে ধরা হলো।

দেশ	কর্মী সংখ্যা
সৌদি আরব	৩৯২,৬০২
ওমান	৬৪,১৪৮
কাতার	৬৩,০৪৮

মালায়েশিয়া	৩৬,৯১৫
কুয়েত	৩৫,৪৫২
সিঙ্গাপুর	২৭,৮১৭
বাহরাইন	১৭, ৪৬৩
জর্ডান	১৪, ২১১
অন্যান্য দেশ	৩৮,৩৫২
মোট	৬৯০,০৪৬

উৎসঃ (Qayum, 2017)

কিন্তু সম্প্রতি এর উল্টো চিত্রই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিএমইটি এর তথ্যানুসারে, দেশে দক্ষ কর্মীর চেয়ে অদক্ষ কর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশে শ্রমিক পাঠানোর চিত্রটা নিম্নমুখী। ২০১৮ সালে যেখানে প্রায় ৭ লাখ ৩৪ হাজার ১৮১ জন কর্মী বিদেশে পাড়ি জমালেও ২০১৯ সালে এই সংখ্যা কমে মাত্র ৭ লাখ ১৫৯ কর্মী বিদেশে যেতে পেরেছে। অর্থাৎ মাত্র ১ বছরে প্রায় ৩৪ হাজার কর্মী কমে গিয়েছে (হুদা, ২০২০)। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানির বড় তিনটি বাজারের দুইটি দীর্ঘদিন ধরেই নানা জটিলতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিশাল শ্রমবাজার, যেমন মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাদেশি কর্মী নিতে গড়িমসি করছে এবং নানা রকম শর্ত জুড়ে দিচ্ছে। প্রায়শ বাংলাদেশি কর্মীদের বাধ্যতামূলক দেশে ফেরত আসতে হচ্ছে। অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, সৌদি আরব সহ বেশ কিছু দেশের অবস্থাও প্রায় একই রকম। সেখানে পূর্বের ন্যায় বাংলাদেশি কর্মীরা যেতে পারছে না। এর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত, যা কিনা বাংলাদেশের কর্মীদের প্রধান গন্তব্য ছিল, তা আজ প্রায় নয় বছর ধরে বন্ধ রয়েছে (হুদা, ২০২০)।

পাশাপাশি বিগত কয়েক বছর ধরে শোষণ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, নারী গৃহকর্মীদের প্রতি শারীরিক অত্যাচার, হয়রানি এবং সর্বোপরি নিয়োগ সংস্থাগুলোর প্রতারণার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের শ্রম বাজার অনেকটাই আমাদের প্রতিকূলে চলে যায়। অদক্ষতা, নির্যাতন, ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া, পলায়ন এবং অন্যান্য কারণে প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য হারে কর্মীরা দেশে ফেরত আসছে। সম্প্রতি কোভিড-১৯ মহামারী সৃষ্ট বৈশ্বিক সংকটের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ অবকাঠামো নির্মাণ বন্ধের দিকে। ফলে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য জনপ্রিয় এই শ্রম বাজার অনেকটাই ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে।

ফলে একদিকে যেমন বাংলাদেশি কর্মীরা বা বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রম বাজার নানা ঝুঁকির

মধ্যে পতিত হচ্ছে, অন্যদিকে বাংলাদেশ অন্যান্য শ্রমবাজার খুঁজতেও অনেকটা ব্যর্থ বা বাংলাদেশ এই তিনটি বড় শ্রমবাজারের বাহিরে নতুন কোন বাজারে প্রবেশ করতে পারেনি, যা দেশের বৈদেশিক আয়ের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অশনিসংকেত।

জাপান সরকার ২০১৮ সালে তার শ্রমবাজার উন্মুক্ত করার ফলে বাংলাদেশি কর্মীরা কিছুটা আশার আলো দেখছে, যদিও তা এখনো বাংলাদেশের অনুকূলে নয়। বিএমইটি এর তথ্যানুসারে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৭৬ সাল থেকে ২০২০ সাল নাগাদ মোট ১ কোটি ৩০ লাখ বাংলাদেশি শ্রমিক দেশের বহিরে যায়, যার মধ্যে মাত্র ০.০২ শতাংশের গন্তব্য হয় জাপান (Devnath, 2020)। তবে রেমিন্টেন্স পাঠানোর দিক থেকে জাপানের প্রবাসীরা ভালো অবস্থানেই রয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাপানপ্রবাসীদের কাছ থেকে প্রায় ৪৪.৪৪ মিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স হিসেবে গ্রহণ করেছে।

জাপানে বাংলাদেশি শ্রম অভিবাসনের সম্ভাবনা

জাপান সরকার তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি গতিশীল রাখা এবং দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোর শ্রম ঘাটতি দূরীকরণে যে নতুন অভিবাসন আইন পাশ করেছে তা বাংলাদেশের মত জনশক্তি রপ্তানিকারক দেশের জন্য নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। জাপান অন্যান্য এশিয়ার দেশগুলোর ন্যায় বাংলাদেশ থেকেও দক্ষ কর্মী নেয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ লক্ষ্যে গত ২০১৯ সালের ২৭ আগস্ট জাপানের রাজধানী টোকিওতে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরিত হয় (The Daily Star, 2019)।

ইতোমধ্যে বিএমইটি জাপানের কর্মী নিয়োগদাতা সংস্থা – ইন্টারন্যাশনাল ম্যানপাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (আইএম) এর সাথে ২০১৭ সালের ১২ মার্চ (ইয়াসমিন, ২০১৯) একটি চুক্তি করে, যার আলোকে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় ৫৫০ জন তরুণ উচ্চ মাধ্যমিক পাস নারী-পুরুষের কারিগরি ও ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা হয় (Devnath, 2020)। পাশাপাশি বিএমআইটি এর উদ্যোগে চার মাস মেয়াদে দেশের বিভিন্ন জেলার ২৭টি কেন্দ্রে ৪০ জন করে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে (Ovee, 2019)। ভাষাগত জ্ঞান লাভের পর তারা ভাষার দক্ষতা প্রমাণের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন। সেখানে উত্তীর্ণ কর্মীদের 'আইএম' এর ব্যবস্থাপনায় আরো চার মাস প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। সম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ শেষে এই কর্মীদের আইএম এর মাধ্যমে জাপানে শিক্ষানবিশ হিসেবে পাঠানো হবে (Ovee, 2019)।

পাশাপাশি এই চুক্তির আওতায় জাপান ৩ বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১ হাজার টেকনিক্যাল

ইন্টার্ন নেয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। বিএমইটি এর তথ্যানুসারে, এই ব্যুরোর প্রশিক্ষণ নিয়ে প্রায় ২০০০ জন কর্মী জাপানে গিয়েছেন (Devnath, 2020)। এছাড়া ২০১৮ সালে বাংলাদেশ থেকে ১৬৩ জন কর্মী জাপানে গমন করেছেন (আবদুল্লাহ, ২০১৯)।

জাপানে বর্তমানে কর্মরত বাংলাদেশি প্রবাসীর সংখ্যা তুলনামুলক কম হলেও প্রবাসী আয়ের দিক থেকে একদম পিছিয়ে নেই। সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রবাসী আয়ের শীর্ষ দেশ গুলোর মধ্যে জাপানের অবস্থান ২০তম। জাপান সরকারের বর্তমান নতুন অভিবাসন নীতি অনুযায়ী আমরা দক্ষ শ্রমিক পাঠাতে পারলে জাপান হবে বাংলাদেশের জন্য নতুন সম্ভাবনাময় শ্রম বাজার, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করবে।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, জাপানের এই বিশাল শ্রম বাজার ধরতে বাংলাদেশকে অবশ্যই দ্রুততার সাথে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে দীর্ঘমেয়াদী সময় নিলে বা কালক্ষেপণ করলে অন্যদেশ এই সুযোগটা কেড়ে নিবে। কেননা, একে তো তাদের দক্ষ কর্মশক্তি বেশি, অন্যদিকে জনশক্তি রপ্তানিতে তারা দীর্ঘ সূত্রিতা এড়িয়ে চলে। ফলে, বাংলাদেশ তার কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরিতে সময় অপচয় করলে বাংলাদেশ এই নতুন শ্রমবাজারটিকেও হারিয়ে ফেলবে।

জাপানে বাংলাদেশি শ্রমিক অভিবাসীদের চ্যালেঞ্জ

জাপান সরকারের গৃহীত নতুন অভিবাসন আইনের ফলে বাংলাদেশি শ্রমিকদের জন্য একটি বড় সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হলেও নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতাও সহজেই অনুমেয়। জাপানে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে।

ক) ভাষাগত সমস্যা

জাপানে প্রবেশের পরে বাংলাদেশি শ্রমিকদের সবচেয়ে যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয় তা হল জাপানি ভাষা রপ্ত করা। জাপানে কাজ করতে হলে একজন বিদেশি শ্রমিকের জন্য জাপানি ভাষায় দক্ষতা থাকা অপরিহার্য। বাংলাদেশি কর্মীরা সাধারণত স্বল্প শিক্ষিত হওয়ায় অন্য ভাষা রপ্ত করা অনেকটাই কঠিন। জাপানে মূলত জাপানি ভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার প্রচলন খুবই সীমিত। ফলে বাংলাদেশি কর্মীদের জাপানি ভাষাতেই যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে, যা আপাত দৃষ্টিতে কষ্টসাধ্য। তবে জাপানে যাওয়ার পূর্বে দেশ থেকে জাপানি ভাষায় ভালোভাবে চর্চা করে গেলে খুব একটা বিপদে পড়তে হবে না।

খ) ভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতি

বাংলাদেশ এবং জাপান এশিয়ার দুইটি বন্ধু রাষ্ট্র হলেও ভৌগোলিক দূরত্ব এবং স্বল্প যোগাযোগের হেতু দুই দেশের মধ্যকার ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতিতে ব্যাপক পার্থক্য লক্ষণীয়। বাংলাদেশের সাথে জাপানের সামাজিক ব্যবস্থাপনায় ভিন্নতা বিদ্যমান থাকায় বাংলাদেশি কর্মীরা জাপানে গিয়ে প্রথম দিকে বেশ বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জাপানীরা ঐতিহাসিকভাবেই কর্মঠ জাতি। তাদের সময়জ্ঞান এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেকারণে সঠিক সময়ে কাজে যাওয়া, জাপানি আচার-ব্যবহার যথাযথ ভাবে পালন করা, এবং সর্বোপরি তাদের সামগ্রিক সামাজিক ব্যবস্থার সাথে অভ্যস্ত না হতে পারলে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য জাপানে টিকে থাকা অনেকটাই দুরূহ হয়ে উঠবে।

গ) শোষণের শিকার

প্রথমত, জাপান বিদেশি শ্রমিকদের জন্য একটি উন্নত পরিবেশের সুযোগ দিলেও তাদের যথাযথ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কিছুটা গাফিলতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ১৯৯০ এর দশকে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে শ্রমিক গ্রহণ করলেও ২০০৮ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তাদের স্ব স্ব দেশে ফেরত যেতে বাধ্য করা হয়। জাপানে অভিবাসন সংক্রান্ত সংশোধিত আইনটি পাশ হবার পর থেকেই বিরোধীদল যুক্তি দেখিয়েছে যে যথাযথ তত্ত্বাবধানের অভাবে বিদেশি শ্রমিকরা নিয়োগকর্তাদের দ্বারা শোষণের শিকার হতে পারে। এছাড়া এই কর্মীরা তাদের কাজের তুলনায় কম মজুরী পাওয়ার সম্ভাবনাকেও সামনে নিয়ে আশা হয়েছে।

ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় যে, জাপান সরকার ১৯৯৩ সালে বিদেশি নাগরিকদের জন্য (মূলত চীন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কর্মীদের) 'টেকনিক্যাল ইন্টার্ন ট্রেইনি প্রোগ্রাম (টিএটিপি)' ব্যবস্থা চালু করে, কিন্তু এই ইন্টার্নদের অনেক ক্ষেত্রেই সস্তা শ্রম প্রদানের জন্য বাধ্য করা হতো (Walia, 2019)। এমনকি ২০১৯ সালে 'বিচার মন্ত্রণালয়' কর্তৃক তদন্তে দেখা যায় যে এই প্রশিক্ষণার্থীদের উপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ২০১২ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে প্রায় ১৭১ জন প্রশিক্ষণার্থী মৃত্যুবরণ করে (Pollmann and Yashiro, 2020)। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি কর্মীদের জাপানি নিয়োগকর্তাদের দ্বারা শোষণের শিকার হবার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়ার সুযোগ নেই।

সুপারিশ

জাপানের বিশাল শ্রম বাজার ধরতে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ অপরিহার্যঃ

১. পেশাগত দক্ষতাঃ বিশ্ব শ্রম বাজারে এখন দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। জাপানে প্রবেশের ক্ষেত্রেও পেশাগত দক্ষতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো থেকে জাপান কর্মী নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই এখানে তীব্র প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হবে। তাই স্ব স্ব পেশায় দক্ষ না হলে জাপানে প্রবেশ এবং টিকে থাকা বেশ দূরুহ হবে। এক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগে বাংলাদেশি শ্রমিকদের দক্ষতা লাভের জন্য বিভিন্ন ট্রেইনিং ইনস্টিটিউট বা কারিগরি প্রতিষ্ঠান গুলোতে বিশেষ ট্রেইনিং এর ব্যবস্থা করা জরুরী।

দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্য সহ অন্যান্য দেশে কর্মী পাঠালেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অদক্ষ শ্রমিক পাঠিয়েছে। যেহেতু ভারত সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বেশ কিছু দেশ সরকারি ভাবে দক্ষ শ্রমিক পাঠাচ্ছে, সেহেতু দক্ষ জনশক্তির অভাবে বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার দিনদিন সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তাই জাপানে কর্মী পাঠানোর পূর্বে তাদের দক্ষতার বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়ার কোন বিকল্প নেই। অন্যথায় জাপানের মত বন্ধু রাষ্ট্রও শ্রমিক নেয়ার ক্ষেত্রে আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে।

২. ভাষাগত দক্ষতাঃ জাপানে প্রবেশের শর্ত হিসেবে পেশাগত দক্ষতার পরেই জাপানি ভাষা রপ্ত করা অপরিহার্য। জাপানি ভাষা জানা ব্যতীত জাপানে কর্মী হিসেবে প্রবেশ অনেকটাই অসম্ভব। উচ্চ আয়ের চাকুরী পেতে চাইলে কর্মীদের অবশ্যই জাপানি ভাষার এন ফোর লেভেল (জাপানি ভাষায় লিখতে, বলতে ও পড়তে পারা) পাশ করতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদের জাপানি ভাষা শিক্ষায় সহযোগিতা করতে হবে। বর্তমানে জাপানি ভাষা শেখার জন্য বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২৭ টির মত ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। দেশব্যাপী নতুন কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি এই কেন্দ্র গুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সঠিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

৩. জাপানি সমাজ, রীতিনীতি, ও আইনকানুনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানঃ যেহেতু বাংলাদেশি কর্মীরা জাপানে প্রবেশের পরে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি সমাজ ব্যবস্থার সাথে মিলিত হবে, সেক্ষেত্রে তাদের জাপানি সমাজ ও রীতিনীতি বিষয়ে আলাদাভাবে কিছু প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করা গুরুত্বপূর্ণ। জাপানি ভাষার পাশাপাশি এমন একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক যেখানে জাপানগামীদের জাপানি ভাষা, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি শেখানো হবে।

জাপানে কোনটি করা যাবে, বা কোনটি করা যাবে না তার উপর কর্মীদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পাশাপাশি তাদের জাপানি আইন কানুন সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকলে বাংলাদেশি কর্মীরা আর কোন অপরাধকর্মে জড়িয়ে পড়বে না। কেননা, বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কোন নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হলে তা জাপানে বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণে বাধার সৃষ্টি করবে।

৪. **কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের তদারকিঃ** জাপানে বাংলাদেশি কর্মীদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে জাপানস্থ বাংলাদেশি দূতাবাসের কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা পূর্বে বিদেশি শ্রমিকেদের প্রতি জাপানি নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে নানা মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন– কম মজুরী প্রদান, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি এবং প্রস্তাবিত সময়ের চেয়ে দীর্ঘ কাজের সময় ইত্যাদি (Walia, 2019)। ফলে বাংলাদেশি কর্মীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন যেন না হয় এবং তারা যেন নির্ভয়ে জাপানে কাজ করতে পারে তার জন্য বাংলাদেশ সরকারের যথাযথ তদারকি দরকার।

উপসংহার

ঐতিহাসিকভাবে জাপান অভিবাসন বান্ধব রাষ্ট্র ছিল না। অভিবাসন এবং বৈদেশিক শ্রমশক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো বেগবানের প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও জাপান সরকার অভিবাসন জোরদার করার জন্য যথেষ্ট কাজ করেনি। অবশেষে ক্রমবর্ধমান কর্মী সংকটের দরুন জাপান সরকার তার রক্ষণশীল নীতি থেকে বের হয়ে ২০১৮ সালে বহু প্রতিক্ষিত অভিবাসন আইন পাশ করে। ২০১৯ সালের এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া এই প্রবিধান একদিকে যেমন শ্রম সংকটে ভোগা জাপানে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাবে, অন্যদিকে তেমনি বিভিন্ন দেশের দক্ষ কর্মীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, যা ঐ সকল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও বড় ভূমিকা রাখবে। লক্ষণীয়, জাপান তার বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহের প্রতি এ ব্যাপারে তার অর্থনৈতিক কূটনীতির ব্যাবহার করে কিনা।

বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দুটি বড় চালিকাশক্তি হচ্ছে রপ্তানি খাত এবং প্রবাসীদের আয় বা রেমিট্যান্স। বিগত কয়েক বছর ধরে রেমিট্যান্স উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও মধ্যপ্রাচ্য সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এই বিশাল শ্রম বাজার বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে যে মন্দার প্রভাব পড়েছে তার ধাক্কা লেগেছে বাংলাদেশের এই বৈদেশিক শ্রম বাজারেও। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রবাসীরা দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি কোন কোন দেশে শ্রমবাজারের দরজা বন্ধ হবার উপক্রম। মহামারীর প্রভাবে চলমান অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে বাংলাদেশকে নতুন নতুন শ্রম বাজার খুঁজতে হবে, এক্ষেত্রে জাপান নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বিকল্পগুলোর একটি। ক্রমবর্ধমান কর্মী সংকটের প্রেক্ষাপটে জাপান সরকার কর্তৃক সম্প্রতি গৃহীত অভিবাসন সংশোধন নীতি বাংলাদেশের সামনে একটি সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সচল রাখার ক্ষেত্রে এবং ভবিষ্যতে জাতীয় অর্থনীতির বড় কোন বিপর্যয় প্রতিরোধে বাংলাদেশের নতুন শ্রমবাজার খোঁজার বিকল্প নেই।

যেহেতু জাপান তার বহুল প্রত্যাশিত শ্রমবাজারের দ্বার উন্মোচন করেছে, সেহেতু বাংলাদেশকে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেই হবে। সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ, বিশেষ করে যারা এখন জাপানে কর্মরত আছেন তাঁদের সহায়তা, প্রেরণা এবং দিকনির্দেশনা জাপানের শ্রমবাজারে বাংলাদেশিদের ব্যাপক হারে প্রবেশ এবং সেখানে টিকে থাকায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে। তাই সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থাসমূহ এগিয়ে আসতে পারে। জাপানের শ্রমবাজার যেমন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, তেমনি জাপানের শ্রমবাজারের চাহিদা সহজে পূরণ করে জাপানের অর্থনীতিকে বৈশ্বিক পরিমন্ডলে সমুন্নত রেখে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাপানের পথ সহজতর করতে পারে অপার সম্ভাবনাময় বাংলাদেশের এই শ্রমশক্তি।

তথ্য নির্দেশিকা

Akashi, J. (2014) 'Contemporary Japan New aspects of Japan's immigration policies: is population decline opening the doors?', Contemporary Japan, 26(2). doi: 10.1515/cj-2014-0009.

Akon, M.S., Rahman, M. and Bhuiyan, A.N. (2019) 'Japan's Economic Cooperation with Bangladesh: An Appraisal', Social Sciecne Review, 36(2).

Airth, J. (2020) 'What the Japanese can teach us about super-ageing gracefully ', BBC, 30 March. Available at: https://www.bbc.com/future/article/20200327-what-the-japanese-can-teach-about-super-ageing-gracefully (Accessed: 30 September 2020).

Boswell, C. (2002) 'NEW ISSUES IN REFUGEE RESEARCH Addressing the causes of migratory and refugee movements: the role of the European Union Evaluation and Policy Analysis Unit Evaluation and Policy Analysis Unit United Nations High Commissioner for Refugees'. Available at: www.unhcr.org (Accessed: 30 September 2020).

Camas, A. (2019) How Japan's New Immigration Laws Are Impacting Mobility, Worldwide erc. Available at: https://www.worldwideerc.org/news/how-japan-s-new-immigration-laws-are-impacting-mobility (Accessed: 30 September

2020).

Devnath, B. (2020) 'Japan opens doors to migrant workers. Can Bangladeshis seize the opportunity? ', The Business Standard , 8 August. Available at: https://tbsnews.net/bangladesh/migration/japan-opens-doors-migrant-workers-can-bangladeshis-seize-opportunity-116692?fbclid=IwAR2CEpBgDEa7fNAzXPXsaiQ9cZjHJTXs10AmbKR-0VQxi8q1NMn9jJC-4ag (Accessed: 30 September 2020).

Green, D., 2017. Immigrant Perception in Japan: A Multilevel Analysis of Public Opinion, Asian Survey, Vol. 57, No. 2, 368-394

Hamaguchi, K. (2019) How Have Japanese Policies Changed in Accepting Foreign Workers?, Japan Labor Issues. Available at: https://www.jil.go.jp/english/jli/documents/2019/014-01.pdf (Accessed: 30 September 2020).

Harding, R. (2019) 'Japan's population decline accelerates despite record immigration | Financial Times', Financial Times, 12 April. Available at: https://www.ft.com/content/29d594fa-5cf2-11e9-9dde-7aedca0a081a (Accessed: 30 September 2020).

Japan's Elderly Population Totals Record 35.88 M. (2019) nippon.com. Available at: https://www.nippon.com/en/news/yjj2019091500338/japan's-elderly-population-totals-record-35-88-m.html (Accessed: 30 September 2020).

JAPAN NEW WORK VISA POLICY 2019 (2019) Visa Guru. Available at: https://visa-guru.com/japan-new-work-visa-policy-2019/ (Accessed: 30 September 2020).

Johnston, E. (2015) 'Is Japan becoming extinct? ', The Japan Times, 16 May. Available at: https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/16/national/social-issues/japan-becoming-extinct/ (Accessed: 30 September 2020).

Jozuka, E., Yeung, J. and Kwon, J. (2019) Japan's birth rate hits another record

low in 2019 , CNN. Available at: https://edition.cnn.com/2019/12/25/asia/japan-birthrate-hnk-intl/index.html (Accessed: 30 September 2020).

Kashiwazaki, C. and Akaha, T. (2006) Japanese Immigration Policy: Responding to Conflicting Pressures, Migration Policy Institute . Available at: https://www.migrationpolicy.org/article/japanese-immigration-policy-responding-conflicting-pressures (Accessed: 30 September 2020).

McNabb, D. E. and McNabb, D. E. (2016) 'Tokugawa Isolation, Commerce, and Industry, 1603-1868', in A Comparative History of Commerce and Industry, Volume I. Palgrave Macmillan US, pp. 181-197. doi: 10.1057/9781137503268_11.

Mędrzycki, K. (2017) 'Pioneering New Immigration Policy in the Cont0emporary Japan', Journal of Migration Studies, pp. 68-93.

Obe, M. (2019) 'Five things to know about Japan's revised immigration law ', Nikkei Asia, 1 April. Available at: https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-immigration/Five-things-to-know-about-Japan-s-revised-immigration-law (Accessed: 30 September 2020).

Osaki, T. (2018) 'Japan passes controversial immigration bill paving way for foreign worker influx', The Japan Times, 7 December. Available at: https://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/07/national/politics-diplomacy/japan-set-enact-controversial-immigration-bill-paving-way-foreign-worker-influx/ (Accessed: 30 September 2020).

Ovee, S. (2019) 'Japan to issue over 360,000 skilled workers visa in 5 years', Bangla Tribune, 1 September. Available at: https://en.banglatribune.com/others/news/69981/Japan-to-issue-over-360-000-skilled-workers-visa (Accessed: 30 September 2020).

Peng, I., 2016. Testing the Limits of Welfare State Changes: The Slow-moving Immigration Policy Reform in Japan, Social Policy and Administration, Vol. 50, 278-295

Pollmann, M. (2020) 'Is Japan Ready to Welcome Immigrants? ', The Diplomat, 22 January. Available at: https://thediplomat.com/2020/01/is-japan-ready-to-welcome-immigrants/ (Accessed: 30 September 2020).

Pollmann, M. and Yashiro, N. (2020) RESOLVED: Japan Has Not Done Enough to Bolster Immigration , Center for Strategic and International Studies. Available at: https://www.csis.org/analysis/resolved-japan-has-not-done-enough-bolster-immigration (Accessed: 30 September 2020).

Qayum, N. (2017) Chasing the Dubai Dream in Italy: Bangladeshi Migration to Europe, Migration Policy Institute . Available at: https://www.migrationpolicyinstitute-europe.org/article/chasing-dubai-dream-italy-bangladeshi-migration-europe (Accessed: 30 September 2020).

The Daily Star (2019) 'Japan to hire skilled workers from Bangladesh', 27 August. Available at: https://www.thedailystar.net/politics/japan-hire-skilled-workers-from-bangladesh-1791376 (Accessed: 30 September 2020).

Walia, S. (2019) Japan's new immigration law: A significant step by PM Abe , Observer Research Foundation. Available at: https://www.orfonline.org/expert-speak/japan-new-immigration-law-significant-step-pm-abe-47825/ (Accessed: 30 September 2020).

Wickramasinghe, A.A.I.N. and Wimalaratana, W. (2016) 'International Migration and Migration Theories', Social Affiars, Vol.1, No.5, pp.17-18.

Woldhuis, R. S. (no date) Understanding Japan's new '"Immigration Policy"': Conflicting Discourses and The Politics of Economic Migration.

'অভিবাসী চায় জাপান, কিন্তু অভিবাসীরাও কি জাপান চায়?' (২০১৮). Available at: https://www.channelionline.com/অভিবাসী-চায়-জাপান-কিন্তু/ (Accessed: 30 September 2020).

আবদুল্লাহ শেখ (২০১৯) 'জাপানের শ্রমবাজারে জনশক্তি রফতানির সম্ভাবনা', সমকাল , 23

August. Available at: https://www.samakal.com/bangladesh/article/19081691/শ্রমবাজারে-জনশক্তি-রফতানির-সম্ভাবনা (Accessed: 30 September 2020).

ইয়াসমিন তানজীনা (২০১৯) 'জাপানে কর্মসংস্থান এবং প্রসঙ্গকথা', jagonews24, 19 December. Available at: https://www.jagonews24.com/opinion/article/546948?__cf_chl_jschl_tk__=3243dedcd647261a693397399b10dbd1ea97df97-1600367760-0-AVdvexQ7gPj6gjq-fZzVDSONJCoCCi1e2J3eZ6u2ltc6rdM6WkMzNNrcx2AqHhjwNestcHuOiAUbRES5goHlW8dzX_ayl3kDMYC4u- (Accessed: 30 September 2020).

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (২০১৯). Available at: http://www.bmet.gov.bd/site/page/616e9401-0617-45a6-a7aa-7237820ed9ed/- (Accessed: 30 September 2020).

হুদা ইবনে নূরুল (২০২০) 'হুমকির মুখে বৈদেশিক শ্রমবাজার', timenewsbd.com, 29 July. Available at: http://www.timenewsbd.net/news/detail/162151 (Accessed: 30 September 2020).